দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ NOV. 08 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

50

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়॥ ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০ জন অপহরণ ও ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত

মামুন-অর-রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৫/৩০ ছাত্র অপহরণ ও ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এদের সঙ্গে ক্যাম্পাসে নৈশ প্রহরীদের একাংশ, হল, ডাইনিং ক্যান্টিন বয়দের কয়েকজন সহযোগী হিসাবে কাজ করে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে এদের অবস্থান। হল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় এরা ক্যাম্পাসে অবাধে বিচরণ করছে। এরা সরকারী ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে এইসব অঘটন ঘটাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দেড় মাসে পর পর তিনটি অপহরণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। কর্তৃপক্ষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বহিরাগতরা অপহরণ করে কাদের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে এসে লেনদেনের কাজ সারে। কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স এলাকায় নৈশ প্রহরীদের সহযোগিতায় এই অপহরণের লেনদেন হয়। এছাড়া জিয়া, সূর্যসেন ও মুহসীন হলে সর্বোচ্চ ২৪/৩০ ছাত্র মাঝে মধ্যে হলে বহিরাগতদের আশ্রয় দেয়। এই বহিরাগতদের সঙ্গে হল কর্মচারী ও ক্যান্টিন বয়দের সখ্য গড়ে ওঠে। এদের যোগসাজশে ছিনতাই ও অপহরণের ঘটনা ঘটছে। জিয়া হলে ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ, সূর্যসেন হলে ৫/৬ জনের একটি গ্রুপ ও মোহসিন হলে ১৩/১৪ জনের একটি গ্রুপ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। সংঘবদ্ধভাবে যে কোন অপহরণের সঙ্গে কিংবা ছিনতাইয়ের ঘটনায় এরা জড়িত থাকে। পর্দার আড়ালে থেকে এই ক্যাডার লিডাররা বহিরাগত অপহরণকারীদের প্রশ্রয় দেয়। বিনিময়ে তারা পায় নির্দিষ্টহারে কমিশন।

হলের সাধারণ ছাত্ররা এসব হল প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ। এই তিনটি হলে ছাত্রদের উপর হল প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হল নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার-লিডাররা। নিয়মানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত হাউস টিউটররা নিজ নিজ ব্লকে প্রতিদিন খোঁজখবর নেয়ার কথা থাকলেও তাঁরা হলে যান কদাচিৎ। হল প্রভোস্টরা অফিসিয়াল কাজকর্ম সারেন বাসায় বসেই। হল কর্তৃপক্ষের এই ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন করায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক প্রভোস্ট বলেন, ছাত্রনেতা নামধারী এই ক্যাডাররা মন্ত্রীদের ভাই বলে ডাকেন, তাঁদের দিয়ে ফোন করান, সামান্য কাজে প্রধানমন্ত্রীর জনৈক উপদেষ্টা ফোন করেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আরেকজন প্রভোস্ট বলেন– অপহরণ রোধ করা কিংবা হল সন্ত্রাসী ও বহিরাগত মুক্ত রাখা আমাদের দায়িত্ব নয়, এটি পুলিশের কাজ, একের পর এক অপহরণ হচ্ছে পুলিশ এদের গ্রেফতার করছে না কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য সাইদ আকতার হুসাইন বলেছেন– ক্যাম্পাসে এসব বন্ধ করতে হলে হল প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে হবে, তাঁদের স্ট্যান্ড নিতে হবে। মধ্যরাতে এই ২৫/৩০ জনের তিনট গ্রুপের চেনা মুখগুলোই ক্যাম্পাস এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়। নীলক্ষেত, কাঁটাবন, দোয়েল চত্বর, শাহবাগ, চাঁনখারপুল, টিএসসি ও চারুকলার সামনে প্রতিদিন দু'একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা এরা ঘটাচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২৫/৩০ ছাত্রের জন্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ভূ-লুণ্ঠিত হতে পারে না। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছে কয়েকজন সাধারণ ছাত্রছাত্রী।